লাজবতী মেয়ে যায়

খন্দকার জাহিদ হাসান

মাথা নুয়ে হেঁটে যায় লাজবতী মেয়ে
দেখেন তা মোল্লা সাহেব চেয়ে চেয়ে,
নিজস্ব মনোহারী দোকানের কোণে
বসে তিনি ভাবতে থাকেন মনে মনে,
"মাশ্-আল্লাহ্, নেকবতী মেয়েটা বেজায়
এযুগে এমন মেয়ে ক'টা দেখা যায়!
কারো পানে চায় না সে একা হেঁটে চলে
বিড়বিড় ক'রে একা কি যেন সে বলে,
হয়তো সে দোয়া পড়ে? রাখে নাকি রোজা?
দূর হতে ছাই ঠিক যায় না তো বোঝা!
নেই ওর কোনো তাড়া, নেই দাপাদাপি,
কি যেন আঙ্গুলে সদা করে টেপাটেপি!
তস্বীই হবে- আহা, মেয়েটা কী ভালো!
আগামীতে দেখি আমি সুদিনের আলো-
আমার নাতিটা যদি শাদী করে একে,
আলবৎ ভালো হবে সবদিক থেকে।"

লাজবতী হাঁটে সোজা, ডানে আর বাঁয়ে
কি ঘটছে চারিদিকে- মাখে না সে গায়ে,
হাতে তার আই-ফোন, তস্বী তো নয়
চ্যাটিং-এ কাটে যে তার সারাটা সময়;
একদিন লাজবতী গাড়ীচাপা পড়ে
মুহূর্তে যায় তার প্রাণপাখী উড়ে!

টেকনোলোজির ঘাড়ে চেপেছে প্রগতি
স্বীকার সে করবে না কারো কাছে নতি
না পেরে সইতে তার প্রচণ্ড গতি
অকালে হারায় প্রাণ কতো লাজবতী!

মোল্লা সাহেব বড় সেকেলে মানুষ
পদে পদে ঠেকে ঠেকে হয় তাঁর হুঁশ
দুদিন বাদেই তাঁর মনে পড়ে যায়,
"আরে, হবু নাতবৌ গেলটা কোথায়!?"